

জাতীয় প্রেস দিবস তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫
নভেম্বর। মঙ্গলবার ১৬ নভেম্বর
জাতীয় প্রেস দিবস। জাতীয় প্রেস
দিবস কে স্বীকৃত করা হচ্ছে।



বস্বামু করছেন। কিন্তু গত
কয়েকদিন ধরে বহির্ভাজোর একটা
চৰু রাজ্যের এই সৌভাগ্য হেব
পরিবেশকে বিনষ্ট করার প্রয়াসে
লিঙ্ঘ রয়েছে। যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।
সোমবার সন্ধিয়া চিচিলের প্রেস

ভুয়ো পরিচয় দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরিমাণে দেশের সামনে বদনাম করার প্রচেষ্টা করছে। ভুয়ো সংবাদ ও ভিডিও প্রকাশ করে একাংশ লাকার রাজ্যের ছিন্দু ও মুসলিম

মনু’র শ্রেতধারায় বিলীন কৃষক নেতাদের চিতাভস্ম



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আমরাসা, ১৫ নভেম্বর ।। এ
যাবৎকাল অবধি বস্তুবাদ ও
ভাববাদের মধ্যে নুকোচুরি খেলে
আসা এদেশের কমিউনিস্ট নেতারা
কি তবে পাকাপাকিভাবেই তাদের
অবস্থান বদল করতে চলেছে?
একটি বিশেষ ধর্মীয় চেতনায়
মহীরহ হয়ে উঠা দেশ ও রাজ্যের
শাসক দলের সাথে প্রতিযোগিতায়
ক্রমশ পিছিয়ে পড়া বামাদর্শী
দলগুলি কি তবে ভারতীয়
আধ্যাত্মবাদের মধ্যেই সুরে
দাঁড়ানোর রসদ খুঁজতে শুরু
করেছে? গত ১১ অক্টোবর
উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপুঁত্রের গাড়ির চাকায়
পিষ্ট চার ক্রমক নেতার চিতাভস্ম
কমিউনিস্ট নেতাদের হাত ধরে মনু
নদীতে মিশে যাওয়ার ঘটনায়
বিস্মিত মানুষের মনে এই প্রশ্নই
এখন ঘূর্পাক থাচ্ছে। আর এটাই
স্বাভাবিক কারণ, ভারতবর্যে

কামিনিস্টদের শতবর্ষের ইতিহাসে
কারোর চিতাভস্ম নিয়ে এতটা
অঙ্গিভরে দেশের বিভিন্ন প্রাপ্তে
নিয়ে গিয়ে শ্রেতধারায় বিসর্জনের
প্রশ্ন কখনো দেখা যায়নি। বরং দেখা
গচ্ছে, তারাপীঠে পুজা দেওয়ার
জন্য বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা
প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা সুভাষ
চন্দ্রবৰ্তীকে শীর্ষ নেতৃত্ব কর্তৃক
ত্বরিত কর্তৃত হতে হয়। বস্তুত: যারা
বানুমের স্বাস্থ, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান
ত্যাদির কথা বলবে, যারা
নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মতবাদের
অনুসূরী দাবি করে যুক্তি-তক্তে
নিজেদের বক্তব্য সাজাবেন, তারা
টাবাদাবের গিমিকে ভাসবেন
কেন? কৃষকদের লাগাতার
বান্দেলন এবং বলিদানের কথা
দশব্যাপী প্রচারে বাম নেতৃত্বের
চান্দক ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য যেখানে
শাধান্য পাওয়ার কথা সেখানে
চিতাভস্ম নিয়ে ঘুরতে হবে কেন?
যাটা কি আদর্শের সংকট না কি
দেশীয় কমিউনিস্টদের বিবর্তিত
রূপ, এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ
থেকেই যায়। এখানে উল্লেখ করা
যায় যে, গত ১১ অক্টোবরে
উত্তরপ্রদেশের লাখিমপুর খেরিতে
আন্দোলনরat কৃষকদের উপর দিয়ে
গাড়ি চালিয়ে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
অজয় মিশ্রের পুরু আশিস মিশ্র বলে
অভিযোগ উঠে এবং ৪ জন কৃষক
নেতার মৃত্যু হয় বলে দাবি করা হয়।
মুত কৃষক নেতাদের শহিদের মর্যাদা
দিয়ে কৃষি আন্দোলন এবং তাদের
বলিদানের বার্তা ছড়িয়ে দিতে
বামপন্থী কৃষকসংগঠন কৃষকসভা ওই
চার কৃষক নেতার চিতাভস্ম দেশের
বিভিন্ন প্রাপ্তে ছড়িয়ে দেন। সেই
মোতাবেক আসে ধলাই জেলাতেও।
সোমবার দুপুরে মনুযাটে প্রায় দুইশত
বাম নেতা-কর্মীদের নিয়ে মিছিল
ও সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে
ওই চিতাভস্ম মনু'র স্রোত ধারায়
ভাসিয়ে দেয় জেলা ও মহকুমা
স্তরের কৃষক সভা নেতৃত্ব।



গভীর রাতে আগরতলায় আক্রমণ বিজেপি কর্মী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নামলো সংক্রমিত রোগী

ପ୍ରତିବାଦୀ କଳମ ପ୍ରତିନିଧି,
ଆଗରତଳା, ୧୫ ନଭେସ୍ବର ।।

করোনায় নতুন আক্রমণের সংখ্যা নামলো ৬ জনে। সোমবার করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ১১ জন। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ১৪৬ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৬৯ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। অ্যান্টিজেনেই ৬ জন পজিটিভ শনাক্ত হন। সংক্রমণের হার ০.২৮ শতাংশ। ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি আক্রমণ শনাক্ত হয়েছেন পশ্চিম জেলায় ৪ জন। এছাড়া ধলাই এবং উত্তর জেলায় একজন করে পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্য এখনও ১০৩ জন পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রমণ এবং মৃত্যুর সংখ্যা নথে এসেছে। এই সময়ে মারা গেছেন ১২৫জন সংক্রমিত রোগী। নতুন আক্রমণ শনাক্ত হয়েছেন ১০ হাজার ২২৯জনে।

ত্রিমূলের বক্তব্য জানতে চাইলো উচ্চ আদালত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর। | ত্রিমূল কংগ্রেসকে জবাব দিতে বললো

বহিপ্রকাশ, তখন সি
ওয়ার্ডে প্রার্থী করেছে

A black and white portrait of Md. Golam Ali. He is a middle-aged man with dark hair and glasses, wearing a light-colored button-down shirt. His hands are clasped together in front of him in a traditional Bangladeshi greeting. The background is plain and light-colored.

সিপিএম'র বহিক্ষুত নেতাকে প্রার্থী করে সাক্ষমে বেকায়দায় বিজেপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্ষুম,
১৫ নভেম্বর ।। বামদের গড়ে

তলা চেতনা বুক স্টলের কয়েক
কাশক টাকা হাপিস করে দেওয়ায়
নেতৃত্ব অধ্যপতনের দায়ে
সিপিএম বহিকার করেছিলো যে
স্বপন চন্দ্র ভৌমিককে, তাকেই
এবার মাথায় তুলে সার্বভূমের
পুরুণেট লড়ছে বিজেপি। প্রাক্তন
কর্মচারী নেতা স্বপনবাবু সিপিএম
থেকে বহিকৃত হওয়ার পর
বিজেপিতে যোগ দিয়েই বিধায়ক
শংকর রায়ের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে চলে
আসেন। আর শংকরবাবুর ইচ্ছাতেই
এবার এক ওয়ার্ড থেকে অন্য
ওয়ার্ডে এসে ভোট লড়ছেন তিনি।
শংকরবাবু যেহেতু স্থানীয় বিধায়ক
বৰ্বৎ দলের জেলা সভাপতি তাই
ক্ষেত্র-বিশেষ থাকলেও মুখ ফুটে
কেউ-ই স্বপনবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা
নিয়ে প্রতিবাদী হননি। কারণ, দলের
কর্মী-সমর্থকেরা জানেন তারা
প্রতিবাদ করলেও শংকরবাবু যেহেতু
চয়েছেন সেহেতু স্বপনবাবুই
সার্বভূমের ৫ নং ওয়ার্ডে লড়বেন।
আর ধীরে ধীরে দলের ব্যক্তিগতে
লে যাবেন প্রতিবাদী। ফলে, মুখ
ফুটে কেউ কিছু না বললেও গোটা
ওয়ার্ড জুড়ে গুঞ্জন স্বপনবাবুকে
নিয়ে। এই ওয়ার্ডে ৬১২ জন
ভোটারের মধ্যে মহিলা রয়েছেন
৩০৭ জন, আর পুরুষ ভোটার
রয়েছেন ৩০৫ জন। বিজেপি
অন্দরে যখন সিপিএম-র বহিকৃত
নেতাকে নিয়ে মাতামাতি এবং
কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষেত্রে

ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ର

প্রদ্যোত্তরে দাপটে স্কলারশিপের আশ্বাস



উচ্চ আদালতে রাজ্য সরকার হলফনামা জমা করে। এই হলফনামা জমা করে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টেও তৃণমূল কংগ্রেস একটি মামলা করেছে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালত তৃণমূল কংগ্রেসকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা পুলিশের কাছে তিন দফায় আবেদন করেও আগরতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা করানোর অনুমতি পায়নি তৃণমূল কংগ্রেস। শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালতে আবেদন করে সভা করার অনুমতি আদায় করেছিল। উচ্চ আদালতের রায়ের পর যথারীতি উৎসবের মেজাজেই রবীন্দ্রভবনের সামনে উৎসাহ দেখান তৃণমূল কর্মীরা।

যদি এই সময়ের মধ্যে টাকা মিটিয়ে
না দেওয়া হয় তাহলে আবারও
আসবেন বলে অধিকর্তাকে
জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রদ্যোত
জানিয়েছেন, এ বছর বেশ কয়েক
হাজার ছাত্রাবৃক্ষলারশিপের জন্য
আবেদন করেছে। আরও বেশি
ছাত্রাবৃক্ষ যাতে ক্ষেত্রালোচনা করেন
সেই বিষয়ে আলোচনা করেন
তিনি। প্রদ্যোতের বক্তব্য, দুই বছর
ধরেই জনজাতি অংশের
ছাত্রাবৃক্ষের ক্ষেত্রালোচনা
থেকে
বঞ্চিত। এই টাকা এক সপ্তাহের
মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। অধিকর্তা
কথা দিয়েছেন এই সপ্তাহের মধ্যেই
২ হাজার ছাত্রাবৃক্ষের ক্ষেত্রালোচনার
টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। আগে

যে ছাত্রাবৃক্ষের টাকা পায়নি তারও
ব্যবস্থা হবে। গোখীবন্ধিতে
জনজাতি কল্যাণ দফতরের
অধিকর্তার অফিসে তিপ্পা মথার
সুপ্রিমো যাওয়ার পরই অনেক ভিড়
বেড়ে যায় তার সমর্থকদের।
প্রসঙ্গত, জনজাতি অংশের
ছাত্রাবৃক্ষের ক্ষেত্রালোচনার জন্য
সম্পত্তি এনএসইউআই-সহ আরও
কয়েকটি সংগঠন আন্দোলন
করেছে। ছাত্রনেতা সশ্রাট রায়ের
নেতৃত্বেও আন্দোলন করে
আইটিআই-এ জনজাতি অংশের
ছাত্রাবৃক্ষের স্টাইলেন্স বা
ক্ষেত্রালোচনার নিয়ে প্রতিক্রিয়া আদায়
করেছিল। এবার ক্ষেত্রালোচনার
আন্দোলনে ময়দানে নামলেন
প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মাও।

প্রচারের অধিকার চেয়ে প্রেরণার হলেন পান্তি



পারছেন না। যেখানেই যাচ্ছেন
সেখানেই তাকে বাধার মুখে
পড়তে হচ্ছে। থানাস্টরের পুলিশ
যখন জগন্নাথের ভূমিকা নেয়,

তখন সোমবার পান্নাদেবী যান
খোদ জেলা পুলিশ সুপারের
কার্যালয়ে। সেখানে পুলিশ
সুপারের কার্যালয় তৃণমূল প্রার্থী

ପାଇଁ ଦେବକେ ସାଫ୍ ଜାନିଯେ ଦେଇ,
ତିନି ଏସପିର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ
ପାରବେନ ନା । ଏକଜନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କେ
ଅପ୍ରଚାର କରାର ଅଧିକାର ଫିରିଯେ

দেওয়ার দাবিতে পান্নাদেবী পুলিশ
সদর দফতরেই ধর্নায় বসে
পড়েন। এরপর যে কায়দায় তাকে
চ্যাংডেলা করে পুলিশ সদর
দফতরের বাইরে নিয়ে যায় পুলিশ
এবং পশ্চিম মহিলা থানায় নিয়ে
ঘৃতকার দেখানো হয়, তা
রীতিমতো লজ্জাজনক বলেও
অনেকেই মনে করছেন। কারণ,
পান্নাদেবী জেলা পুলিশ সুপারের
কাছে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র
একজন প্রার্থী হিসেবে বাড়ি বাড়ি
প্রচার করার অধিকার নিশ্চিত
করার জন্য। প্রতিদানে তিনি
পেয়েছেন চ্যাংডেলা করে পুলিশ
ভ্যানে তোলা আর ঘৃতকার
হওয়ার অধিকার। যদিও পরে
পুলিশ তাকে জামিনে ছেড়ে দিতে
বাধ্য হয়। পান্নাদেবী জনিয়েছেন,
বিবার তিনি ডোর টু ডোর প্রচার
করতে বেরিয়েছিলেন চন্দ্র পুর

এলাকায়। দশ/বারোটি বাড়িতে প্রচার শেষ করার পরই বিজেপির লোকজনেরা এসে তার বাড়ি বাড়ি প্রচারে বাধা দেয়। পান্নাদেবীর বক্তব্য অনুযায়ী বিজেপির লোকজনেরা জানিয়ে দেয়, পান্নাদেবী বাড়ি বাড়ি প্রচার করতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফোন করেন পূর্ব থানায়। কিছুক্ষণ পর পূর্ব থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এলোও সংশ্লিষ্ট আধিকারিক নাকি প্রথমে বলতে থাকেন পান্নাদেবী সর্বোচ্চ পাঁচজন লোককে নিয়ে প্রচার করতে পারবেন। এতে রাজি হয়ে পাঁচজনকে নিয়েই পান্না দেব প্রচারে নামে। পুলিশের সামনেই তাকে বাধা দেয় শাসক দলের ক্যাডাররা। পুলিশকে তিনি বিষয়টি জানানোর পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিক নাকি তাকে বলেন, যেহেতু বিজেপি কর্মীরা চাইছে পান্নাদেবী এই এলাকায় প্রচার বন্ধ রাখ্যন, তখন তার প্রচার না করে পান্নাদেবীর পক্ষে বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো। পুলিশ আধিকারিক নাকি পান্না দেবকে এও বলতে থাকেন, তার জীবনের মায়া বুঝি নেই। থাকেন তিনি প্রচার বন্ধ করে চলে যাচ্ছেন না কেন? একজন পুলিশ আধিকারিকের কাছ থেকে এমন বক্তব্য শুনে শক্তিতে তৃণমূল প্রার্থী। সোমবার যান জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জানিয়ে দেয়, তার সঙ্গে পুলিশের কোনও আধিকারিক এদিন সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। এরই প্রতিবাদে তিনি পুলিশ সদর দফতরে জেলা পুলিশ কার্যালয়ের সামনে ধৰ্নীয় বসে পড়েন। এরপর পুলিশ যোভাবে তাকে চাঁচাংলো করে থানার বাইরে বের করে দেয় এবং থানায় নিয়ে গিয়ে তাকে ফ্রেক্টার দেখায়, এতে শুধু তিপ্পুরা নয়, গোটা দেশের নাগরিক সমাজ স্তুপিত এবং নিম্নায় সরব।

শ্যাম সুন্দরের মেগা-ড্র'র বিজয়ীরা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর। | শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে অন্যত্থি মেগা-ড্র'র বিজয়ীরের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। সেই আগরতলার ক্ষেত্রার হলেন— আগরতলার উভ বনমালীপুরের কল্পনা দেববৰ্মা, অভয়নগরের অন্মু দেববৰ্মা, কলকাতার দৰ্বাৰ রায় টোপুরী এবং উদয়পুর ছন্মনগরের কলিকা দাস এবং আুগুমু ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তবে তারা যাওয়ার আগেই

জলে ডুবে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ নভেম্বর। | মান করতে দিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হট ভাটা শ্রমিকে। মৃত শ্রমিকের নাম শক্তি চৌহান (৪২)। তার বাড়ি বিহারের নোয়াড়া এলাকায়। সোমবার সকাল সাড়ে হাত নাগাদ বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তমারা মা কামাখ্যা হট ভাটা এলাকায় এই ঘটনা। খবর পেয়ে বিলোনিয়ার দক্ষিণ কলকাতার দৰ্বাৰ রায় টোপুরী এবং উদয়পুর ছন্মনগরের কলিকা দাস এবং আুগুমু ঘটনাস্থলে ঘোষণা করেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কক্ষার রাপক সহা এবং অভিযোগ সহ। প্রতিবছর উৎসব মুসলিম শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এই ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়ে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে তাদের এই ধরনের ব্যাক্তিগত প্রয়াসের জন্যই রাজের মানুষ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে এটা পছন্দ করেন।

সংখ্যা ১১৪

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৫ নভেম্বর। |

চাকরিচুরি আরও এক শিক্ষকের

রোগে মেলাধীরে নিজের বাড়িতেই

মৃত্যু। মেলাধীরে নিজের বাড়িতেই

শ্রমিকের নাম শক্তি চৌহান

এবং শিক্ষক প্রায়ত শিক্ষকের নাম

মাধুসুদন দেববনাথ (৫১)। তিনি

অস্মাতক শিক্ষক ছিলেন। রোগে

আক্রান্ত হয়ে বাড়িতেই পড়েছিলেন।

চাকরি থাকাকালীন পোয়াংবাড়ি

স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সেই

পরিবারে একটি ছেলে এবং মেয়ে

রয়েছে। চাকরি হারানোর পর থেকে

তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

আধিক সংকটের মুখ্য স্থিতভাবে

চিকিৎসামো করাতে পারিবারের

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘোষণা করেন।

স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে আবেদন

করতে আবেদন করে আবেদন

করে আবেদন করে আবেদন